মেহেরপুরে জামায়াতের কেন্দ্রীয় আমীরের আগমন উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলন

আগামীকাল সোমবার (২৬ জানুয়ারি) বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় আমীর ডা. শফিকুর রহমানের মেহেরপুরে আগমন উপলক্ষে জেলায় কর্মরত প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও মাল্টিমিডিয়া মিডিয়ার সাংবাদিকদের সঙ্গে এক সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর জেলা শাখার আয়োজনে আজ রবিবার (২৫ জানুয়ারি) বিকেল ৪টায় শহরের সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে এই সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন জেলা শাখার সেক্রেটারি ইকবাল হোসেন। তিনি বলেন, জামায়াতের কেন্দ্রীয় আমীর ডা. শফিকুর রহমান নির্বাচনী কার্যক্রমে এর আগে কখনো মেহেরপুরে আসেননি। এটি মেহেরপুরবাসীর জন্য একটি আকাঙ্ক্ষিত আগমন। এ উপলক্ষে আমাদের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, শহরের প্রাণকেন্দ্র সরকারি হাই স্কুল মাঠ প্রাঙ্গণে সমাবেশের ভেন্যু নির্ধারণ করা হয়েছে। শহরের বাইরে থেকে আগত মানুষের গাড়ি শহরের ভেতরে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। তারা শহরের বাইরে গাড়ি রেখে পায়ে হেঁটে সমাবেশস্থলে আসবেন। এ বিষয়ে প্রশাসনের সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে এবং তারা সহযোগিতা করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন, যাতে জনসাধারণের দুর্ভোগ না হয়।

ইকবাল হোসেন বলেন, মেইন রোড খোলা রাখা হবে, তবে কিছু পকেট রোড সাময়িকভাবে বন্ধ থাকতে পারে। আমাদের নিজস্ব ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি প্রশাসনের ট্রাফিক ব্যবস্থাও থাকবে। আমীরে জামায়াতের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমরা সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছি।

তিনি বলেন, আগামীকালের সমাবেশ মেহেরপুরবাসীর আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হবে। মেহেরপুরের যে সকল অপূর্ণতা রয়েছে, আমীরে জামায়াত তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে সেগুলো তুলে ধরবেন এবং ভবিষ্যতে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী সরকার গঠন করলে সেগুলো বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি

ব্যক্ত করবেন।

সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয় এবং সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার বিষয়টি তুলে ধরা হয়। পাশাপাশি আগামী ২৬ জানুয়ারি বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় আমীরের মেহেরপুর আগমন উপলক্ষে সকল সাংবাদিকদের উপস্থিত থাকার আহ্বান জানানো হয়।

খুলনা মেডিকেলের প্রিজন সেলে মেহেরপুরের আওয়ামী লীগ নেতার মৃত্যু!

খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের প্রিজন সেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মেহেরপুর জেলা কারাগারের এক কয়েদির মৃত্যু হয়েছে। মৃত ব্যক্তির নাম গোলাম মোস্তফা (৫৫)। তিনি মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার মহাজনপুর গ্রামের বাসিন্দা এবং মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মেহেরপুর জেলা কারাগারের জেল সুপার আমান উল্লাহ।

কারা কর্তৃপক্ষের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গত শনিবার সকালে গোলাম মোস্তফার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন। পরে কারা কর্তৃপক্ষ তাকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের প্রিজন সেলে স্থানান্তর করে। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শনিবার দিবাগত রাত আনুমানিক সাড়ে ১১টার দিকে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

এর আগে শুক্রবার দিবাগত রাত ৩ টার দিকে গোলাম মোস্তফা কারাগারের ভেতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। সে সময় তাকে স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা দেওয়া হয়। তবে অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় পরদিন সকালে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য খুলনায় পাঠানো হয়। স্ট্রোক জনিত কারণে

তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন বলে স্থানীয় চিকিৎসকরা মনে করছেন বলে জানিয়েছে কারা কর্তৃপক্ষ।

কারা সূত্র ও নথি অনুযায়ী, গোলাম মোস্তফা মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তার পিতার নাম সাইতুল্লাহ মণ্ডল। নথিপত্রে দেখা যায়, তার বিরুদ্ধে মেহেরপুর সদর থানায় একাধিক মামলা রয়েছে। এসব মামলার মধ্যে অন্তত তিনটি মামলায় তিনি জামিনে ছিলেন। তবে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, জামিনে থাকা অবস্থায় তাকে ২০২৪ সালের ২ সেপ্টেম্বর দায়েরকৃত আরেকটি মামলায় আটক দেখিয়ে আদালতে হাজির করা হয়। পরে আদালতের আদেশে তাকে কারাগারে পাঠানো হয়।

জানা গেছে, মেহেরপুর সদর থানায় দায়ের করা বিভিন্ন এফআইআরে তার বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ১৪৩, ১৪৭, ৪২৭, ৩৪১, ৩২৩, ৩২৪, ৩২৫, ৩২৬, ৩০৭ ও ৫০৬ ধারাসহ একাধিক ধারায় মামলা রয়েছে।

এ বিষয়ে মেহেরপুর জেলা কারাগারের জেল সুপার আমান উল্লাহ বলেন, ‘শুক্রবার রাতে কয়েদি গোলাম মোস্তফা কারাগারে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে চিকিৎসা দেওয়া হয়। তবে অবস্থার অবনতি হলে শনিবার সকাল সাতটার দিকে তাকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের প্রিজন সেলে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা গেছেন বলে শুনেছি। তবে এ বিষয়ে এখনো আনুষ্ঠানিক কোনো চিঠি হাতে পাইনি।’

কয়েদির মৃত্যুর ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনগত প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হবে বলে জানিয়েছে মেহেরপুর জেলা কারাগার কর্তৃপক্ষ।

মেহেরপুরে তিন দিনব্যাপী কৃষি প্রযুক্তি প্রদর্শনী মেলার

উদ্বোধন

কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে মেহেরপুরে কৃষি প্রযুক্তি প্রদর্শনী মেলার উদ্বোধন হয়েছে। রবিবার বেলা ১২টায় সদর উপজেলা পরিষদ চত্বরে এ কৃষি প্রযুক্তি প্রদর্শন মেলার উদ্বোধন করা হয়। ফিতা কেটে মেলার উদ্বোধন করেন, অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির। পরে উপজেলা পরিষদ চত্বরে এক বর্ণাঢ্য র্যালি আয়োজিত হয়। এ সময় মেলায় প্রদর্শনকৃত ১৪টি স্টল পরিদর্শন করেন তিনি।
সদর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে উপজেলা পরিষদ চত্বরে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো: খায়রুল ইসলাম।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন বাড়ানোর পাশাপাশি কৃষকদের জীবনমান উন্নয়ন সম্ভব। কৃষিকে টেকসই করতে প্রযুক্তিনির্ভর উদ্যোগের বিকল্প নেই।
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর উপ-পরিচালক কৃষিবিদ সনজীব মৃধা। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন, উপজেলা কৃষি অফিসার মোঃ ইমদাদুল হাসান।
মেলায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে ১৪টি স্টল স্থাপন করা হয়। এসব স্টলে উন্নত জাতের ফসল, আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি ও কৃষিযন্ত্র প্রদর্শন করা হয়। মেলায় কৃষক ও সাধারণ মানুষের ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।
পরিশেষে জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির এবং সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো: খায়রুল ইসলামকে সম্মাননা স্মারক দিয়ে আলোচনা সভার সমাপ্তি হয়।

গাংনীতে সেনাবাহিনীর অভিযানে

অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সিন্দুরকোটা গ্রামের একটি ভুট্টা ক্ষেত থেকে দুটি আগ্নেয়াস্ত্র ও দুটি রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়েছে।

ভারত থেকে আসা এসব অস্ত্র গুলি গন্তব্যে পৌঁছুনোর আগেই তা উদ্ধার করতে সক্ষম হয় সেনাবাহিনী। আজ রবিবার ভোরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী গাংনী ক্যাম্পের এক বিশেষ অভিযানে এগুলো উদ্ধার করা হয়।

সেনাবাহিনীর অভিযান সুত্রে জানা গেছে, গাংনী উপজেলার কাজিপুর সীমান্ত দিয়ে ভারত থেকে অস্ত্র ও গুলি পাচার করে এনে তা গন্তব্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। পাচারকারীরা অস্ত্র ও গুলি সিন্দুরকোটা গ্রামের একটি ভুট্টা ক্ষেতে ফেলে রাখে। সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা তৎপরতায় অস্ত্রের গন্তব্যে ও সম্ভাব্য অভিযান নিয়ে ছক করা হয়।

গাংনী সেনাবাহিনী ক্যাম্পের মেজর আহমেদ ফজলে রাব্বি নিলয় ও ক্যাপ্টেন মোল্লা রিফাত রায়হান পৃথক দুটি দল নিয়ে ভোরে অভিযান পরিচালনা করেন। এসময় একটি ব্যাগের মধ্যে স্কচটেপ দিয়ে মোড়ানো অবস্থায় একটি ওয়ান সুটারগান, একটি বিদেশী পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন এবং ২ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করতে সক্ষম হয়।

উদ্ধার হওয়া অস্ত্র ও গুলি গাংনী থানায় জমা দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। তবে এ ঘটনায় কেউ আটক হয়নি।

“ন্যায় ইনসাফ ভিত্তিক একটি মানবিক কল্যাণ রাষ্ট্র গড়তে দাঁড়িপাল্লায় ভোট দিন”

জামায়াতে ইসলামী এদেশে ন্যায় ইনসাফ ভিত্তিক একটি মানবিক কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। সেজন্য দাঁড়িপাল্লা মার্কায় ভোট

এবং দোয়া চাই। গাংনী উপজেলার করমদী গ্রামে গণসংযোগকালে এ আবেদন জানান, জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী নাজমুল হুদা।

গতকাল বিকালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মনোনিত প্রার্থী নামজুল হুদা ও জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)’র কেন্দ্রীয় যুগ্ম সমন্বয়ক অ্যাডভোকেট সাকিল আহমাদ দলীয় নেতাকর্মীদের সাথে নিয়ে নির্বাচনী গণসংযোগকালে এই আবেদন জানান। এসময় গাংনী উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মাওলানা মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম, এনসিপির জেলা সংগঠক ও বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মেহেরপুর জেলা শাখার সাবেক সদস্য সচিব মোজাহিদুল ইসলামসহ দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

নাজমুল হুদা বলেন, আমরা ন্যায় ইনসাফ ভিত্তিক একটি মানবিক কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। যেখানে নারী-পুরুষ, ধনী-গরীব সবাই একসাথে বাস করতে পারেন। সাধারণ মানুষ অফিস আদালতে কোনো হয়রানি ও ঘুষ বিহীন তাঁদের সেবা পাবে। সমাজ থেকে ঘুষ দূর্নীতি ও মাদক বন্ধ হবে।

এসময় এনসিপির কেন্দ্রিয় যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক অ্যাডভোকেট সাকিল আহমেদ বলেন, নতুন বাংলাদেশ গড়তে এবং ঘুষ দূর্নীতি চিরতরে উৎখাত করতে ১২ তারিখের নির্বাচনে গণতন্ত্রের পক্ষে হ্যাঁ ভোট দিন। তিনি বলেন, গণভোটে হ্যাঁ মানে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব সংস্কার ও নতুন সংবিধানের পক্ষে, হ্যাঁ মানে অধিকার নিশ্চিত, হ্যাঁ মানে জুলাই শহীদদের রেখে আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন, হ্যাঁ মানে ১৯৭১, ১৯৫২ আর ১৯৪৭ এর অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া।

গাড়াবাড়ীয়াতে হামলার ঘটনায় মামলা, আটক ২

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাথুলী ইউনিয়নের গাড়াবাড়ীয়া হলদিপাড়া গ্রামে জমি দখলকে কেন্দ্র করে সংঘটিত হামলার ঘটনায় ১৩ জনকে আসামি করে মামলা দায়ের করা হয়েছে। এর মধ্যে দুই আসামি হাফিজুল ইসলাম ও

সাব্বির হোসেনকে আটক করেছে পুলিশ।

মামলার অন্য আসামিরা হলেন, মো. আব্দুল কুদ্দুসের ছেলে মো. শিহাব রেজা (৩৮), মো. বাবলু হোসেনের ছেলে মো. বাদল রানা, (৩৪), মৃত সাজদার আলীর ছেলে মো. পিতলা হোসেন (৪৫), উজুর ছেলে সাইফুল, আজাদ মিয়ার ছেলে মোঃ জুয়েল রানা, মোঃ মোস্তফার ছেলে মোঃ রাজু হোসেন, হাফিজুল ইসলাম, মোঃ কিবরিয়া, মোঃ মোস্তফা, মৃত রবকুল হোসেনের ছেলে মোঃ আব্দুল কুদ্দুস ও মোঃ বাবলু হোসেন, মোঃ সাহেব আলীর ছেলে মোঃ সাব্বির হোসেন, মোঃ জালাল উদ্দিন।

এজাহার সূত্রে জানা যায়, ঘটনার জমি সংক্রান্ত একটি দেওয়ানি মামলা বর্তমানে আদালতে চলমান রয়েছে। ওই বিরোধের জের ধরে ২৩ জানুয়ারি ২০২৬ দুপুর আনুমানিক ১২টা ৫০ মিনিটে গাংনী উপজেলার গাড়াবাড়ীয়া হলদিপাড়া গ্রামে ভুক্তভোগী ভসিগাউর রহমানের (৪৭) গম ও লাউয়ের ক্ষেতে সংঘবদ্ধভাবে হামলা চালায় আসামিরা।

অভিযোগ অনুযায়ী, তারা লাঠি, লোহার রড, হাসুয়া, কাটারি দা, কাঠের বাটাম ও ট্রাক্টর নিয়ে ক্ষেতের মধ্যে ঢুকে ফসল নষ্ট করে চাষ দিতে শুরু করে।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন জিয়াউর রহমান, চঞ্চল, মো. জামির হোসেন ও মো. মহিরুল ইসলাম। তখন আসামি মো. শিহাব সবাইকে হত্যার নির্দেশ দেয় এবং নিজ হাতে থাকা কাটারি দা দিয়ে জিয়াউর রহমানের পেটে আঘাত করলে গুরুতর জখম হয় এবং ভুঁড়ি বেরিয়ে আসে।

এছাড়াও চঞ্চল গুরুতরভাবে আহত হন, মো. জামির হোসেনের হাতের আঙুল কেটে যায়, মো. মহিরুল ইসলামের ডান হাতের কনুইয়ের ওপরে গুরুতর আঘাত লাগে, অন্যান্যদের শরীরের বিভিন্ন স্থানে মারধর করা হয়।

আসামিরা আনুমানিক ১০ কাঠা জমির গম ও ১ বিঘা জমির লাউ ক্ষেত ট্রাক্টর দিয়ে চাষ দিয়ে নষ্ট করে দেয়, যার ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা।

উল্লেখ্য, গাংনী উপজেলার কাথুলী ইউনিয়নের গাড়াবাড়ীয়া হলদিপাড়া গ্রামে জমি দখলকে কেন্দ্র করে প্রতিপক্ষের হামলায় চারজন গুরুতর আহত হয়। আহতদের উদ্ধার করে প্রথমে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁদের মধ্যে জিয়ারুল ও চঞ্চলকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে

মুজিবনগরে বিনামূল্যে চোখের ছানি অপারেশনের রোগী বাছাই ক্যাম্প

মুজিবনগরে পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে ও পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহায়তায় এবং অরভিস ইন্টারন্যাশনালের সহযোগিতায় ইউনিয়নের সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় ‘বিনামূল্যে চোখের ছানি অপারেশনের রোগী বাছাই ক্যাম্প’ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এ উপলক্ষে গতকাল শনিবার সকালে বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণে একটি ফ্রি চক্ষু ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়।

ক্যাম্পে মেহেরপুরের আল-মক্কা চক্ষু হাসপাতালের একদল বিশেষজ্ঞ চক্ষু চিকিৎসক রোগী দেখেন। এতে এলাকাবাসীর মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ, উদ্দীপনা ও আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা মোট ১৭৮ জন রোগী পরীক্ষা করেন, যার মধ্যে ১০০ জনেরও বেশি রোগীকে ছানি অপারেশনের জন্য প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত করা হয়।

এই ক্যাম্পের মূল উদ্দেশ্য ছিল এলাকার দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে যারা চোখের ছানি সমস্যায় ভুগছেন, তাদের শনাক্ত করে বিনামূল্যে উন্নত চিকিৎসার সুযোগ করে দেওয়া। চিকিৎসকদের পেশাদারিত্ব, আন্তরিকতা ও যত্নশীল আচরণ রোগীদের মধ্যে আস্থা ও স্বস্তি সৃষ্টি করে।

ক্যাম্পে উপস্থিত ছিলেন বাগোয়ান সমৃদ্ধি ইউনিয়নের ইউনিয়ন প্রবীণ সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আফজাল হোসেন, স্বাস্থ্য কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য পরিদর্শকগণ। তাঁদের উপস্থিতি ও সহযোগিতায় ক্যাম্পের কার্যক্রম সুশৃঙ্খল ও ফলপ্রসূভাবে পরিচালিত হয়।

এছাড়াও পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির উপ-নির্বাহী পরিচালক কামরুজ্জামান ও পরিচালক কামরুল আলম ক্যাম্পে উপস্থিত থেকে

সার্বিক কার্যক্রম তদারকি করেন এবং ভবিষ্যতেও এ ধরনের মানবিক উদ্যোগ অব্যাহত রাখার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

স্থানীয় মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে ক্যাম্পটি একটি সফল সামাজিক উদ্যোগে পরিণত হয়। এই আয়োজন প্রমাণ করে, সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্যখাত ও স্থানীয় প্রশাসনের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের জীবনমান উন্নয়ন সম্ভব। চোখের আলো ফিরিয়ে দেওয়ার এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে মানবিকতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

আরাফাত রহমান কোকো’র মৃত্যুবার্ষিকীতে মেহেরপুরে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

মেহেরপুরে বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব আরাফাত রহমান কোকো’র ১১তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আরাফাত রহমান কোকো স্মৃতি ক্লাব, মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে শহরের ৫নং ওয়ার্ডের চক্রপাড়া মোড় এলাকায় এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

আলোচনা সভায় ক্লাবের সভাপতি নির্বাচিত মোঃ মনিরুল ইসলাম মনিরের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি ও সাবেক ভিপি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস। সভা সঞ্চালনা করেন ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মোঃ ফূর্তি হাসান।

বক্তারা বলেন, আরাফাত রহমান কোকো ছিলেন একজন নিবেদিতপ্রাণ ক্রীড়া সংগঠক ও মানবিক মানুষ। ক্রীড়া উন্নয়নে তাঁর অবদান আজও স্মরণীয় হয়ে আছে। তাঁর আদর্শ ও কর্মকাণ্ড নতুন প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে।

এ সময় ক্লাবের অন্যান্য সদস্য, স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও এলাকাবাসী

উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা সভা শেষে মরহুমের আত্মার মাগফিরাত কামনায় বিশেষ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর পৌর যু্বদল ও ছাত্রদলের উদ্যোগে নির্বাচনী প্রচারণা

মেহেরপুর পৌর যু্বদল ও ছাত্রদলের নেতৃত্বে ৬নং ওয়ার্ডে মাসুদ অরুনের পক্ষে ধানের শীষের নির্বাচনী প্রচারণা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার (২৪ জানুয়ারী) বিকেলে পৌরসভার ৬ নং ওয়ার্ডে মাসুদ অরুনের পক্ষে ধানের শীষের নির্বাচনী প্রচারণা, গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কর্মসূচিতে যুবদল ও ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা ধানের শীষের পক্ষে স্লোগান দেন, সাধারণ মানুষের মাঝে ধানের শীষ প্রতীকের লিফলেট বিতরণ করেন এবং আসন্ন নির্বাচনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থীর পক্ষে সমর্থন কামনা করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর পৌর যুবদলের সদস্য সচিব নওশেল আহমেদ রনি, যুগ্ম আহবায়ক শিমুল বিশ্বাস,যুবনেতা নাহিদ মাহাবুব সানী, পৌর ছাত্রদলের সদস্য সচিব জারজিস ইউসুফ রমিকসহ বিভিন্ন ওয়ার্ডের যুবদল ও ছাত্রদলের নেতৃবৃন্দ।

মেহেরপুরের পিরোজপুরে

জামায়াতের নারী কর্মীদের প্রচারণায় বাধা, হামলার অভিযোগ

মেহেরপুরে জামায়াতের নারী কর্মীদের নির্বাচনি প্রচারণায় বাধা দেওয়ায় বিএনপি নেতাকর্মীদের সঙ্গে হাতাহাতির ঘটনা ঘটেছে। এতে অন্তত তিনজন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

শনিবার (২৪ জানুয়ারি) সকালে সদর উপজেলার পিরোজপুর ইউনিয়নের গহরপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন, আশরাফুল ইসলাম, আনছারুল ইসলাম ও সোহেল রানা। পরে তাদের স্থানীয় একটি ক্লিনিকে চিকিৎসা দেওয়া হয়।

প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সকালে জামায়াতের একদল নারী কর্মী গহরপুর গ্রামে আসন্ন নির্বাচন উপলক্ষে গণসংযোগে বের হন। এ সময় একই গ্রামের বিএনপি কর্মী হিসেবে পরিচিত আলেহীম ও তার সহযোগীরা তাদের প্রচারণায় বাধা দেন বলে অভিযোগ ওঠে। এ নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এবং তা হাতাহাতিতে রূপ নেয়।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ূন কবির জানান, ভোটের প্রচারণার সময় দুই পক্ষের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনা ঘটেছে বলে আমরা জানতে পেরেছি। তবে এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কেউ থানায় লিখিত অভিযোগ দেয়নি। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

উল্লেখ্য, জামায়াতের নেত্রীদের ওপর হামলার অভিযোগ তুলে সংবাদ সম্মেলন করেছে জামায়াত ইসলাম। আজ শনিবার বিকালে মেহেরপুর জেলা জামায়াতের কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।